গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১২ - ১৮ আগস্ট, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

নৈতিক বলের অভাবই আজ সবচেয়ে বড় সংকট

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্যেই যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ'দিন সকালে কলকাতার সল্টলেকে পার্টি কমিউনে মহান নেতার ছবিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে বিপ্লবী শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী। এছাড়াও সেখানে মাল্যার্পণ করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস্ সুকোমল দাশগুপ্ত, সীতেশ দাশগুপ্ত এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। কমিউনের অন্যান্য পার্টিকর্মীরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মহান নেতার উপর রচিত সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক গাওয়া হয়। দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রক্তপতাকা উত্তোলন ও মহান নেতার ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড মানিক মুখার্জী। আঞ্চলিক কার্যালয়গুলিতেও এদিন রক্তপতাকা উত্তোলন ও মহান নেতার ছবিতে মাল্যদান করে তাঁর অমূল্য শিক্ষাগুলি স্মরণ করা হয়।

২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১ থেকে ৩ আগস্ট মহান নেতার চিন্তাসম্বলিত উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল মহাবোধি সোসাইটি হলে। ২৪ জুলাই কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে এক সভায়, ১৯৭৪ সালে প্রয়াত কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর স্মরণসভায় কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণটি টেপরেকর্ডে বাজিয়ে শোনানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে ৫ই আগস্ট বিকালে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় রানি রাসমণি রোডে। দুপুর থেকেই একের পর এক মিছিল সভাস্থলে আসতে শুরু করে। তিনটি লেনে বিভক্ত রানি রাসমণি রোড জনসমাগমে সম্পূর্ণ ভরে যায়, রাস্তার দু'পাশের ফুটপাত ও ফাঁকা জায়গা ভরে যায়, ট্রাম লাইন ছাপিয়ে ছড়িয়ে যায় ভিড়। সভা শুরু হতেই বিশাল সমাবেশে নীরবতা নেমে আসে, হাজার হাজার মানুষ গভীর মনোযোগে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমরেড মানিক মুখার্জী, প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

মহান নেতার ছবিতে মাল্যদানের পর কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতটি পরিবেশিত হয়। দলের কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী 'কমসোমল'-এর সদস্যরা মহান নেতার প্রতিকৃতির উদ্দেশে কুচকাওয়াজ করে 'গার্ড অব অনার' প্রদর্শন করে। মঞ্চে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস্ অনিল সেন, সুকোমল দাশগুপ্ত, সীতেশ দাশগুপ্ত, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস্ ইয়াকুব পৈলান, প্রতিভা মুখার্জী, সনৎ দত্ত ও সৌমেন বসু।

সভাপতির ভাষণে কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, আমরা ৫ই আগস্ট দিনটি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিকে সামনে রেখে উদ্‌যাপন করি শুধু এরাজ্যে নয়, ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যেই। শুধু আমাদের দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের জীবনেই নয়, পুঁজিবাদী শোষণে নির্যাতিত সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের জীবনেই এই দিনটি পালন করার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার আগে আমাদের দেশে শোষিত মানুষের যত সংগ্রাম হয়েছে, তারই ধারাবাহিকতায় আজ ভারতবর্ষে শ্রমজীবী জনগণের শোষণমুক্তির চূড়ান্ত সংগ্রাম যে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যেই পরিচালিত হবে — এই দিকনির্দেশ কমরেড শিবদাস ঘোষ রেখে গিয়েছেন। এই বিপ্লবের আদর্শ ও রাজনীতি নিয়ে একটা সামগ্রিক জ্ঞানের পরিমণ্ডল তিনি গড়ে তোলেন এবং বিপ্লব পরিচালনা করবে যে পার্টি, সেটিও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ পথেই ভারতের শোষিতশ্রেণীর মুক্তি আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক রূপে কমরেড শিবদাস ঘোষকে আমরা পেয়েছি। এজন্যই তাঁর স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন এত তাৎপর্যময়। এই দিনটিতে আমরা বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেদের

চারের পাতায় দেখুন

সল্টলেক কমিউনে মহান নেতার ছবিতে মাল্যার্পণ করে লাল সেলাম জানাচ্ছেন প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী

রায়গঞ্জে ধর্ষক ও খুনীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে অবরোধ, লাঠিচার্জ, গুলি, নিহত ২, আহত অনেক

৫ আগস্ট এস ইউ সি আই-এর ডাকে উত্তর দিনাজপুর জেলা বন্‌ধ সর্বাত্মক

রায়গঞ্জের কশবামহশ গ্রামের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী প্রতিমা দাস গত ২ আগস্ট একদল দুষ্কৃতীর দ্বারা ধর্ষিত ও খুন হয়। দুষ্কৃতীরা তাকে খুন করে বাড়ির অদূরে পাটখেতে ফেলে রেখে পালায়। সংবাদে প্রকাশ, অভিযুক্ত চারজনের মধ্যে মূল পাণ্ডা হিরো মহম্মদ স্থানীয় সিপিএম ঘনিষ্ঠ লাল মহম্মদের ছেলে। প্রশাসনে প্রভাব খাটিয়ে ধর্ষণের বিষয়টি চাপা দেওয়ার ষড়যন্ত্র আঁচ করে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী ও প্রতিমার অভিভাবকরা অপরাধের মূলপাণ্ডাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে ৪ আগস্ট ঠাকুরবাড়িতে রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। অপরাধীদের গ্রেপ্তারে পুলিশ তৎপরতা না দেখালেও অবরোধ ভাঙতে ঝাঁপিয়ে পড়ে

তিনের পাতায় দেখুন

৫ই আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে রানি রাসমণি রোডে বিশাল সমাবেশের একাংশ

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

গোসাবায় মৎস্যজীবীদের বিশাল বিক্ষোভ

১৫ জুলাই প্রায় ২ হাজার মৎস্যজীবী গোসাবা থানার সজনেখালি ফরেস্ট অফিসে এক বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয় ও রেঞ্জ অফিসারের কাছে ডেপুটেশন দেয়। নদী, খাঁড়িতে গরিব মৎস্যজীবী-দের মাছ ধরার অধিকার, বনকর্মীদের দ্বারা মৎস্যজীবীদের জাল, নৌকা কেড়ে নেওয়া, আটক করে রাখা, হাজার হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা, সাধারণ মৎস্যজীবীদের সঙ্গে রেঞ্জ অফিসার ও বনকর্মীদের চূড়ান্ত অমানবিক ব্যবহারের প্রতিকারের দাবিতে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। গোসাবা থানার বনের লাগোয়া বালী-১, বালী-২, গোসাবা, রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া, লাহিড়ীপুর, মোল্লাখালি, কুমিরমারি এই ৮টি অঞ্চলের প্রতিটিতে আন্দোলনের কমিটি গড়ে তোলা হয়। ইউনাইটেড ফিসারম্যান অ্যাসোসিয়েশন-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির প্রতিনিধি মৎস্যজীবী নেতা প্রজাপতি খালুয়া ও গোসাবা ব্লক মৎস্যজীবী কমিটির সম্পাদক বিশ্বেশ্বর গিরির নেতৃত্বে ৯ জনের প্রতিনিধি দল রেঞ্জারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। রেঞ্জার কিছু দাবি মেনে নিয়ে তার প্রতিকারের আশ্বাস দেন ও বাকি দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলেন। এই বিক্ষোভ ডেপুটেশনে ব্যাপক সংখ্যক মহিলারাও অংশগ্রহণ করেন। বহু মৎস্যজীবী মহিলা তাদের উপরে বনকর্মী ও রেঞ্জ অফিসারের নানা ধরনের দুর্ব্যবহারের উল্লেখ করে প্রতিবাদ জানান। অফিসের সামনেই অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন চন্দন মাইতি, নির্মল সরকার, গৌতম দত্ত।

উত্তর দিনাজপুর

শিশু উদ্ধারের দাবিতে রায়গঞ্জে পথ অবরোধ

উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে নারী ও শিশুপাচার চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে; চলছে অবাধে কিডনি পাচার। অথচ পুলিশ নির্বিকার। ইতিমধ্যে রায়গঞ্জ ব্লকের জাওনিয়া গ্রামের সাড়ে চার বছরের শিশু বুদ্ধদেব বর্মনকে দুষ্কৃতীরা গত ২৯ জুন দিনের আলোয় বাড়ির সামনে থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঐদিনই থানায় ডায়েরি করা হয় এবং ৩ জুলাই রায়গঞ্জ থানার আই সি-র কাছে স্মারক-লিপি পেশ করা হয়। এতদসত্ত্বেও শিশুটির খোঁজ না মেলায় গত ১১ জুলাই উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে এলাকার সাধারণ মানুষ স্মারকলিপি জমা দেন। এতেও কোন কাজ না হওয়ায় ঐ অঞ্চলের নাগরিকরা ২১ জুলাই একটি গণকনভেনশনের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলেন তাঁদের সংগ্রামের হাতিয়ার 'সংগ্রামী গণমঞ্চ'। মঞ্চের পক্ষ থেকে শিশু উদ্ধারের দাবিতে যে দুর্বার গণআন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় তাতে সাড়া দিয়ে ২৫ জুলাই দু'হাজারেরও বেশি মানুষ প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত জেলা কোর্টের সামনে শহরের প্রধান সড়ক অবরোধ করে রাখে। স্থানীয় বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অবরোধে যোগ দিলে অবরোধ বিরাট চেহারা নেয়। উপস্থিত ছিল বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী। জেলাশাসকের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে এসে অতি দ্রুত শিশু উদ্ধার ও আসামীদের গ্রেপ্তার করার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সংগ্রামী গণমঞ্চের সম্পাদক বিমল মাহাতো ও সভাপতি ভবেশ বর্মন।

মদের বার বন্ধের দাবিতে যুব বিক্ষোভ

কলকাতায় মিন্টো পার্কের কাছে শরৎ বোস রোডে হার্টলে'স স্কুলের পাশেই 'গোল্ডেন হারভেস্ট' নামে যে বারটি বহাল তবিয়তে চলছে অবিলম্বে তা বন্ধ করার দাবিতে ২৭ জুলাই এ আই ডি ওয়াই ও কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে যুবকরা বিক্ষোভ দেখায়। ছাত্র-যুবরা ছাড়াও উক্ত স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবক সহ অনেক সাধারণ মানুষ এই বিক্ষোভে সামিল হন। অবিলম্বে এই বার বন্ধের দাবি জানিয়ে ভবানীপুর থানায়ও একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা মানুষকে নৈতিকভাবে হীনবল করে দিতে রুচিবিগর্হিত জীবনে ঠেলে দিচ্ছে, সুস্থ জীবনবোধ মেরে দিতে ব্লুফিল্ম, নোংরা সিনেমা, বারের প্রাদুর্ভাব ঘটাচ্ছে। আর তারই প্রভাবে সমাজে ব্যাপকহারে খুন ধর্ষণ বাড়ছে, নারীর নিরাপত্তা লুণ্ঠিত হচ্ছে, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সমাজকে সুস্থ রাখার দায়িত্ববোধ থেকে এ আই ডি ওয়াই ও আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গণকনভেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পূর্ব মেদিনীপুর

পঞ্চায়েতের করবৃদ্ধির প্রস্তাব খারিজ

পূর্ব মেদিনীপুরে বল্লুক-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে এস ইউ সি আই পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা পঞ্চায়েতি করবৃদ্ধির ষড়যন্ত্র তৃতীয়বারের মত রুখে দিলেন। এই পঞ্চায়েতের প্রধান সিপিআই(এম), কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি জোটের। এস ইউ সি আই'র বিরুদ্ধে এরা সবাই জোটবদ্ধ হয়েছে। গত ২৮ জুলাই এই জোটের প্রধান পঞ্চায়েতি করবৃদ্ধির উপবিধি পাকা করানোর জন্য সভা ডাকেন। এই সংবাদ পেয়ে গ্রামবাসীরা দলে দলে পঞ্চায়েত অফিসে এসে বিক্ষোভ জানায়। প্রধান ব্যাপক পুলিশি ব্যূহ তৈরি করে উপবিধি পাশ করাতে সভা শুরু করেন। গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমিতি মিলে ১৭ জন সদস্য। এর মধ্যে এস ইউ সি আই'র আটজন। ভোটাভুটিতে পক্ষে ৭ জন, বিপক্ষে ৯ জন এবং ১ জন নীরব থাকায় বিলটি পাশ হতে পারেনি। এরপর এস ইউ সি আই প্রতিনিধিরা গ্রামবাসীদের নিয়ে নোনাকুড়ি বাজারে মিছিল ও পথসভা করেন। বক্তারা বলেন, সরকার ও প্রশাসনের জনবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই ছাড়া প্রতিবাদ করার আর কোনও রাজনৈতিক দল নেই। এই দলকে আরও শক্তিশালী করার সঙ্গেই যে জনস্বার্থ জড়িত বক্তারা তা উল্লেখ করেন। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ তপন ভৌমিক, হীরেন্দ্রনাথ জানা, দিলীপ মাইতি, শশাঙ্ক শেখর পাঁজা প্রমুখ। উল্লেখ্য, তমলুক-২ পঞ্চায়েত সমিতির দশটি পঞ্চায়েতের মধ্যে একমাত্র বল্লুক-১ গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া সবগুলিতেই কর আদায়ের উপবিধি পাশ হয়ে গেছে।

জেপিএ'র ডাকে নবমহাকরণে সরকারি কর্মচারীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই ডাক কর্মচারীদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের দিনটি স্মরণে এ বছর ২৯ জুলাই সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন জেপিএ সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস পালন করে। কলকাতায় নবমহাকরণ এলাকায় আয়োজিত শ্রমিকসভায় জেপিএ'র সর্বভারতীয় সভাপতি অচিন্ত্য সিন্‌হা বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন গঠিত হওয়ার কথা ছিল। পূর্বতন বিজেপি-তৃণমূল জোট সরকার তা গঠন করেনি। সম্প্রতি সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস জোট সরকারও এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারি-আধাসরকারি ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য ৫ম রাজ্য বেতন কমিশন এখনও গঠন করেনি সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। এর অর্থ হল নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী পর্যালোচনা ও মানোন্নয়নের অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে আগেই।

কমরেড সিন্‌হা বলেন, এ বছরের ১০ মার্চ সংসদ অভিযানের দিন প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়ার সময় আমরা লিখিতভাবে দাবি করেছিলাম — হয় ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের আওতায় সরকারি কর্মচারীদের আনা হোক কিংবা ঐ ধাঁচের একটি পৃথক সম্মেলনের জন্য আলোচনা করা হোক। আলোচিত হোক জেপিএ'র ১০ দফা দাবি সনদ সহ সরকারি ক্ষেত্রের সমস্যাগুলি। রাজ্য স্তরেও দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার জন্য দ্বিপাক্ষিক ফোরাম গঠন করা হোক। কিন্তু সরকার সাড়া দেয়নি। এদিন দিল্লি সহ বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী ও জেলা শহরে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ জুলাই-এর সভায় গুরগাঁওয়ে শ্রমিকদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। জেপিএ'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক তারকমোহন দাস, হরিয়ানার কর্মচারী আন্দোলনের নেতা ও জেপিএ'র ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি এস কে পরাশরের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানানো হয়। সি জি এইচ এস প্রকল্প তুলে দেওয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদে ২০০০ সাল থেকে জেপিএ'র ধারাবাহিক আন্দোলনের উল্লেখ করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শৈবাল চক্রবর্তী। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেপিএ রাজ্য সহ-সভাপতি বিমল জানা ও টেলিকম কর্মচারী আন্দোলনের নেতা দিলীপ দাসগুপ্ত। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন স্বাস্থ্যকর্মী আন্দোলনের নেতা তড়িৎ অধিকারী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাক-তার কর্মী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা মুরশেদ আলি।

ধর্ষণকারীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে আমহার্স্ট স্ট্রীট থানায় ডেপুটেশন

গত ২২ জুলাই রাজাবাজার সংলগ্ন পাটোয়ার বাগান এলাকার জনৈক দরিদ্র ভ্যানরিক্সা চালকের ৮ বছরের কন্যা রোশনী, পাড়ার ৬০ বছরের বৃদ্ধ শঙ্কর সাহা কর্তৃক ধর্ষিতা হয়।

এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে ২৬ জুলাই এস ইউ সি আই কলেজ স্ট্রীট-মানিকতলা আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে আমহার্স্ট স্ট্রীট থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড বাণী চক্রবর্তী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কমরেডস্ জয়ন্তী ঘাঁটা, জ্ঞানতোষ প্রামাণিক, সুজিত পাত্র, কৃষ্ণপ্রসাদ সাউ সহ অন্যান্য কর্মীরা। অবিলম্বে দোষী শঙ্কর সাহাকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, অত্যাচারিতা বালিকাটির বিনা পয়সায় চিকিৎসার দাবি করা হয়। সংবাদে প্রকাশ ২৭ জুলাই শঙ্কর সাহা গ্রেপ্তার হয়। আদালত তাকে ১৪ দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

গুরগাঁওয়ে পুলিশি অত্যাচার ঃ ২৯ জুলাই সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ

(ওপর থেকে) পাটনা, রাঁচি, ত্রিবান্দ্রম

হন্ডা কোম্পানিতে মীমাংসাচুক্তি চূড়ান্ত শ্রমিকবিরোধী

— কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে হন্ডা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের উপর যে তথাকথিত মীমাংসা চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছে, সে বিষয়ে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ—

‘‘হন্ডা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যেকার তথাকথিত মীমাংসা চুক্তি চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক, অন্যায় এবং নিন্দনীয়। সম্পূর্ণ অন্যায্য এই চুক্তিকে নজির হিসাবে খাড়া করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে একেই দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখিয়ে আগামী দিনে অন্যান্য কোম্পানির কর্তৃপক্ষও শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার প্রতিটি প্রচেষ্টা এবং যৌথ দাবি-দাওয়ার জন্য লড়াইগুলিকে ধ্বংস করতে পারে। হন্ডা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই বিনাশর্তে প্রতিটি ছাঁটাই ও সাসপেন্ড হওয়া শ্রমিককে পুনর্বহাল করতে হবে। মজুরি ও বেতন নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করা কর্তৃপক্ষের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য, একে তথাকথিত শ্রমিকশৃঙ্খলার শর্তসাপেক্ষ করা শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্পূর্ণ বিরোধী। সাসপেন্ড হওয়া শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগগুলি প্রত্যাহার না করা হন্ডা কোম্পানির চরম ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক এবং নিন্দনীয়। অবিলম্বে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে। আগামী এক বছর শ্রমিকরা কোনও দাবি-দাওয়া করতে পারবে না — এই মর্মে কর্তৃপক্ষ যে শর্ত চাপিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা শ্রমিক আন্দোলনের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ। এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কোনও অধিকার কর্তৃপক্ষের নেই। তথাকথিত এই মীমাংসা চুক্তির প্রতিটি ধারায় হন্ডা কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত শ্রমিকবিরোধী মানসিকতাই প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রমিক ও হন্ডা কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার বৈঠকে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি, কর্তৃপক্ষের এইসমস্ত যুক্তিহীন ও অন্যায় শর্ত আরোপের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি না করা এবং তথাকথিত এই মীমাংসা চুক্তির প্রতি তাঁর সমর্থন বহুজাতিক ও একচেটিয়া পুঁজির শ্রমিকস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের প্রতি সরকারের প্রশ্রয়কেই আবার উদ্‌ঘাটিত করেছে।

আমরা হন্ডা কোম্পানির শ্রমিক সহ গোটা শ্রমিকশ্রেণীকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।’’

(ওপর থেকে) গুরগাঁও, নাগপুর, কলকাতা

এস ইউ সি আই-এর ডাকে উত্তর দিনাজপুর জেলা বন্‌ধ

একের পাতার পর

এবং এস ডি ও’র নির্দেশে বেপরোয়া লাঠি ও গুলি চালায়। গুলিতে দু’জন মারা যান, অনেকেই আহত হন। এরপর পুলিশ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং নির্বিচারে ধরপাকড় চালায়। পুলিশ ১৫০ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করেছে।

এই পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ও মূল অপরাধীর গ্রেপ্তার এবং ধৃত আন্দোলনকারীদের বিনাশর্তে মুক্তির দাবিতে ৫ আগস্ট এস ইউ সি আই উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি ২৪ ঘণ্টার জেলা বন্‌ধের ডাক দেয়। দলের জেলা নেতৃত্ব নিহতদের পরিবারবর্গের ও সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং হাসপাতালে গিয়ে আহতদের চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজ নেন। বিজেপি এই ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়, এস ইউ সি আই দৃঢ়ভাবে তার বিরোধিতা করে।

সর্বাত্মক সফল এই বন্‌ধে প্রতিফলিত মানুষের ঘৃণা এবং ক্রোধ লক্ষ্য করে ৬ আগস্ট জেলাশাসক কর্ণজোড়া সার্কিট হাউসে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেন। এই বৈঠকে এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামল দে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষী অফিসারদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের যে দাবি তুলে ধরেন অন্যান্য দলগুলি তা সমর্থন করলেও সিপিএম তার তীব্র বিরোধিতা করে। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে সম্মত না হলে কোনও যুক্ত বিবৃতির শরিক এস ইউ সি আই হবে না। মূল দাবি না মানার ফলে বৈঠক কার্যত ব্যর্থ হয়ে যায়। পুলিশি সন্ত্রাস ও হয়রানি বন্ধ করা, নির্দোষ ব্যক্তিদের বিনাশর্তে মুক্তি, কমলাবাড়ি হাটকে কেন্দ্র করে মদ-জুয়া-সাট্টা-ব্লুফিল্মের রমরমা বন্ধ করার যে দাবি দলের পক্ষ থেকে রাখা হয় তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে না পেরে সরকারি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিতে বাধ্য হয়। ৭ আগস্ট এলাকায় শান্তি মিছিল হয়। সর্বদলীয় বৈঠকে পেশ করা প্রতিবেদনে কমরেড শ্যামল দে বলেছেন, এতদ্‌অঞ্চলে শাসক দল ও পুলিশ প্রশাসনের প্রশ্রয়ে যে অসামাজিক চক্রটি সক্রিয় রয়েছে সংকীর্ণ স্বার্থে তাকে দীর্ঘদিন লালন পালন করার পরিণতিতেই প্রতিমা দাসের ধর্ষণ ও খুনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। উন্নত, রুচি-সংস্কৃতির আধারে সুস্থ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, বিচারবিভাগীয় তদন্তের ও গ্রামবাসীদের উপর পুলিশি নির্যাতন বন্ধের দাবিতে দল আন্দোলন করে যাবে।

স্বাস্থ্য ঃ ঋণ নিতে বিশ্বব্যাঙ্কের সব শর্তই পূরণ করেছে রাজ্য সরকার

সিপিএম নিজের হারানো বামপন্থী ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতে মাঝে মাঝেই গর্বের সাথে বলে, তারা বিশ্বব্যাঙ্কের শর্ত মেনে ঋণ নেয় না, বিশ্বব্যাঙ্কই সিপিএমের শর্ত মতো ঋণ দেয়। কথাটি কতবড় মিথ্যা এবং জনগণের প্রতি ভাঁওতা তা বিশ্বব্যাঙ্কেরই সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে প্রমাণ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্ক ‘ইমপ্লিমেন্টেশন কমপ্লিশন রিপোর্ট’ প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য পরিষেবার মান বাড়াতে বিশ্বব্যাঙ্ক রাজ্য সরকারকে ৭৮৫ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল। ১৯৯৬ সালের ২৭ জুন থেকে ২০০৪ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত ৮ বছরে বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় রাজ্যের হাসপাতালগুলি চলেছে। এই ‘‘ঋণের অন্যতম শর্ত ছিল, রাজ্য সরকার গ্রামীণ, মহকুমা, জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলিতে আর বিনা পয়সায় পরিষেবা দেবে না। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এলেও বেড চার্জ, ওয়ার্ড চার্জ, প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট, যেকোন ধরনের অপারেশন এবং খাবারের জন্য রোগীদের কাছ থেকে ফি আদায় করতে হবে। এমনকী আউটডোরে দেখাতে এলেও রোগীদের পয়সা খরচ করে দেখাতে হবে।’’ (বর্তমান ১৭-৭-০৫)

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা বলা হলেও বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণদানের উদ্দেশ্য যে স্বাস্থ্য পরিষেবার বাণিজ্যিকীকরণ তা ঋণের শর্ত থেকেই স্পষ্ট। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণামে হাসপাতালের চিকিৎসা যে ধীরে ধীরে গরিব, নিম্নবিত্ত এমনকী মধ্যবিত্তেরও নাগালের বাইরে চলে যাবে তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট। উন্নয়নের নাম করে বিশ্বব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণের ফাঁদে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আটকে ফেলার যে কৌশল বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিয়েছে সিপিএম তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত না করে ঋণের চূড়ান্ত জনবিরোধী শর্তগুলিকে আড়াল করছে। এর দ্বারা তারা জনমনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঘৃণা যাতে সৃষ্টি না হয় সে চেষ্টাই করছে। তারা বলছে, রাজ্য সরকার প্রবল আর্থিক সঙ্কটে, তাই বিনা পয়সায় শিক্ষা চিকিৎসা প্রভৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রচার তুলে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফি বাড়ায়, চার্জ বসায়, এমনকী ১৮/২০ বছরের মকুব খাজনা পর্যন্ত আদায় করতে নামে। এস ইউ সি আই বারবার বলেছে, রাজ্য সরকারের আর্থিক সঙ্কট যদি সত্যি সত্যিই তীব্র রূপ নিয়ে থাকে তাহলে বৃহৎ পুঁজিপতিদের যে কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দিচ্ছে তা বন্ধ করুক, অনাদায়ী ট্যাক্স আদায় করুক এবং জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পুঁজিপতিদের ভর্তুকি দেওয়া বন্ধ করুক। কিন্তু তা না করে সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের শর্তে ৭৮৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। এই ঋণ, ঋণের সুদ এবং ঋণের শর্তজনিত বর্ধিত ফি, ব্যাপক চার্জ সবই শোধ করতে হবে এদেশের গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষকে।

বিশ্বব্যাঙ্কের এই রিপোর্ট থেকে আরও দেখা যাচ্ছে, রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত ফি চিকিৎসা

ছয়ের পাতায় দেখুন

দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন নেই বলেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারত সামরিক চুক্তি করতে পারল

একের পাতার পর

আরও গভীরভাবে নিয়োজিত করার শপথ গ্রহণ করি।

এরপর বক্তব্য রাখেন প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির পরিপূরক বিপ্লবী সংগ্রামের সঠিক পথনির্দেশ আমরা পেয়েছি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে। প্রতি বছর এই স্মরণ দিবসে আমরা তাঁর রেখে যাওয়া সেই অমূল্য শিক্ষাগুলিকে বিশেষভাবে স্মরণ করে শক্তি সঞ্চয় করি, যাতে আগামী দিনে আরও বলিষ্ঠভাবে এই বিপ্লবের ঝাণ্ডাকে আমরা বহন করতে পারি।

আজ থেকে প্রায় ৩২ বছর আগে একটি জনসভায় গভীর উদ্বেগের সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, একটা জাতি, একটা দেশের জনগণ হাজার অত্যাচার নিপীড়ন সত্ত্বেও, অর্ধভুক্ত অভুক্ত থেকেও মাথা তুলে দাঁড়ায়, লড়াই করে, যদি তার উন্নত নৈতিক বল থাকে। রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনামের বিপ্লবী সংগ্রামের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, শোষকশ্রেণী জানে, কামান-বন্দুক দিয়ে সংগ্রাম বন্ধ করা যায় না ; খুন করে, ফাঁসি দিয়েও সংগ্রামকে থামানো যায় না, যদি জাতির নৈতিক বল থাকে, তার সামনে সঠিক আদর্শ থাকে। সেজন্যই ভারতবর্ষের শোষকশ্রেণী যুব সম্প্রদায়ের নৈতিক বলকে খতম করে দিচ্ছে। যেসময় তিনি একথা বলেছিলেন, তখনও ভারতবর্ষে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হত, প্রতিবাদ হত। আর আজ গোটা দেশের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখব, কোটি কোটি মানুষ, জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কর্মহীন। সংস্কার কর্মসূচির ধাক্কায় ৪ কোটির মতো শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে গোটা ভারতবর্ষে। কেন্দ্রীয় সরকার চাকরির পদ অবলুপ্ত করে দিচ্ছে, কর্মী সঙ্কোচন ঘটাচ্ছে ব্যাপক হারে। প্রতি বছর হাজার হাজার কৃষক, গরিব মানুষ অনাহারের জ্বালায় আত্মহত্যা করছে, মরছে। মেয়েরা পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়াচ্ছে, দেহ বিক্রি করছে। অত্যন্ত নির্মম ভয়ঙ্কর ছবি। অথচ দেশে প্রতিবাদ কোথায়, আন্দোলন কোথায় ? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চলছে চূড়ান্ত ভণ্ডামি, নির্লজ্জ মিথ্যাচার ও প্রতারণা।

একবার ভেবে দেখুন, আজ যদি '৫০, '৬০ সাল হত, তাহলে আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আমেরিকার সাথে সামরিক চুক্তি করে এসে সাফাই দিচ্ছেন, তা দিতে পারতেন ? ভারত সরকার বলছে, বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত আমেরিকার সহায়তাকারী হবে। অথচ সকলেই জানেন, এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে দুনিয়ার দেশে দেশে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে চলেছে। এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীন বিপ্লবে, ভিয়েতনামের মুক্তি আন্দোলনে, কিউবার মুক্তি আন্দোলনে জনগণকেলড়তে হয়েছে। স্বাধীন একটা দেশ ইরাকের উপর চড়াও হয়ে বর্বর আক্রমণ চালিয়ে দেশটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলিয়ে ভারতের শাসকশ্রেণী বিশ্বে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে নাকি সম্প্রসারিত করবে ! '৫০ বা '৬০-এর দশক হলে এই ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার চালিয়ে কংগ্রেস সরকার পার পেত না। ভিয়েতনাম, কিউবা, কঙ্গো, আলজিরিয়ার প্রশ্নে তখন ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে, ভারতের জনগণ প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। অথচ, আজ দুনিয়ার মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারতের শাসকশ্রেণী যখন সামরিক সহায়তার মতো ভয়ঙ্কর চুক্তি করল, তখন ভারতবর্ষে প্রতিবাদ কোথায় ?

তিনি বলেন, আজ একদিকে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি জোটবদ্ধ হয়ে একটা শক্তি হিসাবে দাঁড়িয়েছে। তারা নিজস্ব সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে চলেছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যদিকে জাপানের সাথে আমেরিকার মিত্রতা থাকলেও, জাপান একটি শক্তিশালী দেশ, সেও নিজস্ব সামরিক শক্তি গড়ে তোলার পথে। আবার, রাশিয়ার পুঁজিপতিশ্রেণী ও শাসকবর্গ, চীনের পুঁজিপতিশ্রেণী ও শাসকবর্গ — তারাও একটা জোট গঠন করছে। এসবের পাল্টা আমেরিকারও নিজস্ব সহযোগী দরকার। তাই ভারতকে তারা পাশে পেতে চায়। অন্যদিকে, কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুকাল আগেই দেখিয়েছেন যে, ভারতের পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির স্তরে পৌঁছে সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী ও শাসকবর্গের মধ্যেও সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাজ করছে। ভারতের সেই একচেটিয়া পুঁজিই আরও শক্তি সঞ্চয় করে, এখন বিশ্ববাজারে আরও বেশি ভাগ পাওয়ার জন্য, ভারতীয় উপমহাদেশকে ভারতের নিজস্ব আধিপত্যাধীন অঞ্চল হিসাবে মার্কিন স্বীকৃতি লাভ করার জন্য আমেরিকার সাথে সামরিক চুক্তি করতেও পিছপা হচ্ছে না। আমেরিকা ও ভারতের শাসকশ্রেণীর এই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও লক্ষ্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে এই ভয়ঙ্কর সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করার দায়িত্ব ছিল এদেশে বামপন্থী বলে, কমিউনিস্ট বলে দাবিদার সি পি আই, সি পি এম-এর মতো দলগুলির। কিন্তু কাগজে কিছু গরম বিবৃতি দেওয়ার বেশি এই দলগুলো যায়নি, যাবেও না। এদের এই ভূমিকার জন্যই দেশের জনগণের মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্য অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, ইরাকের উপর আমেরিকা যেদিন বর্বর হামলা চালাল, সেদিন এদেশে প্রথম রাস্তায় নেমেছিল আমাদের দল এস ইউ সি আই। আমরা ভারতের রাজ্যে রাজ্যে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করেছিলাম। অন্য কোনও দলকে সেদিন রাস্তায় দেখা যায়নি। পরে এরাজ্যে সি পি এম নেতারা একটা যুক্ত কর্মসূচির কথা বললেন, সেই অনুযায়ী একদিনের একটা পদযাত্রা, মহামিছিল করা হল, তাও সেটা মার্কিন কনসাল ভবনের সামনে গেল না। কারণ, তাহলে মার্কিন শাসকদের সাথে সি পি এম-এর সম্পর্ক যদি খারাপ হয়ে যায়। ফলে, যাহোক একটা দায়সারা পদযাত্রা করে দেওয়া হল। আমরা বললাম, মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে লাগাতার কর্মসূচি থাকা দরকার, সে পথে তারা গেল না। আমরা বললাম, প্রতীকী প্রতিবাদ হিসাবে মার্কিন কোম্পানির পানীয় বয়কট করা হোক, সি পি এম রাজি হল না। কারণ তারা ডলারের সাথে বন্ধুত্বে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। '৫০ সালে, '৬০ সালে অবিভক্ত সি পি আই বা পরে সি পি এম ঠিক এই জায়গায় ছিল না। তখনও তাদের কর্মীদের মধ্যে একটা লড়াইয়ের মনোভাব ছিল, নেতারাও আন্দোলনে আসত। আজ তারা উল্টোপথে হাঁটছে। তাই ভারতবর্ষে বহুদিন ধরেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন কার্যত নেই। যখন ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে এমনকী আমেরিকা ইউরোপের দেশগুলোর জনগণ, যাদের আমরা নীতি-নৈতিকতা-সংস্কৃতির দিক থেকে অবক্ষয়িত মনে করতাম, তারা লাখে লাখে রাস্তায় নেমেছে, তখন ভারতবর্ষে প্রতিবাদ কোথায় ? এটা কি আপন নিয়মেই ঘটল ?

৫ই আগস্টের সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতির উদ্দেশে 'গার্ড অব অনার' জানাচ্ছে কমসোমলের সদস্যরা

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসকরা ষড়যন্ত্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়েছে ঠিক, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ঘটেছে। প্রায় প্রতি বছর এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলেছে, আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প গোটা দেশের জনগণের মনকে আচ্ছন্ন করেছে। '৩০, '৪০ কিংবা '৫০,'৬০ সালে কি এভাবে হিন্দুত্বের ঝাণ্ডা নিয়ে ঐতিহাসিক স্থাপত্যের নিদর্শন বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করা সম্ভব হত ? হত না। কারণ তখন স্বদেশী আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনা ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রধান ধারা ধর্মের সাথে আপস করলেও, যেহেতু সেদিন আন্দোলনের প্রবাহ ছিল, তাই সাম্প্রদায়িকতা আজকের মতো মাথা তুলতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের যে জোয়ার ছিল, তা এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে মাথা তুলতে দেয়নি।

আর এখন আমরা দেখছি, হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক, মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক, যাদব ভোট ব্যাঙ্ক, দলিত ভোট ব্যাঙ্ক — এমন আরও নানা ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি। ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাতকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে হানাহানি, তিক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে, আর ধুরন্ধর রাজনৈতিক দলগুলো তাকে কাজে লাগাচ্ছে। এইসব দলগুলো সকলেই বলছে, তারা সেক্যুলার। স্বাধীন ভারতের অসংখ্য দাঙ্গায় যে কংগ্রেস নেতাদের হাত রক্তাক্ত হয়ে আছে, যারা বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়েছে বিজেপি'র জন্য, সেই কংগ্রেসও বলছে তারা সেক্যুলার। সি পি এম-ও সেই সার্টিফিকেট দিচ্ছে কংগ্রেসের সাথে দোস্তি করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য রাজ্যে জোট বেঁধে দু'একটা সিট পাওয়ার জন্য। দেশের মধ্যে এই অন্ধকারের শক্তিগুলো বাড়ছে, যেহেতু প্রতিবাদ নেই, গণআন্দোলন নেই, রাজনীতির নামে চলছে চরম সুবিধাবাদ।

গুরগাঁওয়ে শ্রমিকদের উপর পুলিশ যে নৃশংস অত্যাচার চালাল, তার বিরুদ্ধে দেশজোড়া তেমন প্রতিবাদ কোথায় ? এক সি পি এম নেতা বললেন, পশ্চিমবঙ্গে গুরগাঁওয়ের মতো ঘটনা হয়না। অর্থাৎ এখানে সি পি এম সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ দেখে, শ্রমিক-মালিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করে। অথচ ঘটনা হল, গুরগাঁওয়ে পুলিশ লাঠি-টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে, গুলিও কিছু চালিয়েছে, কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম সরকার ধর্মঘটী বন্দর শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করেছে দু'বার। আন্দোলন ভাঙতে চা-শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করেছে। চটকল শ্রমিককে রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুমখুন করে দিয়েছে। পি এফ-এর টাকার দাবিতে আন্দোলনরত বিড়ি শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করেছে এই সরকার। ১৯৭৯ সালের ১৫ জুন রাজভবনের সামনে আমাদের দলের মিছিলকে চারদিক দিয়ে ঘিরে পুলিশ বর্বর অত্যাচার চালিয়েছিল, '৯০ সালের ৩১ আগস্ট আইনঅমান্যে পুলিশ আমাদের দলের ৩২ জন কর্মীকে বুলেটবিদ্ধ করেছিল, শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিল কিশোর কমরেড মাধাই হালদার, যার স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে রানি রাসমণি রোডে। এরপরও সি পি এম বলছে, এ রাজ্যে গুরগাঁও হয় না।

শিল্পমন্ত্রী বললেন আরও তাৎপর্যপূর্ণ কথা। বললেন, 'আমাদের রাজ্যে বিদেশি মালিকদের ভয়ের কোনও কারণ নেই।' অর্থাৎ, গুরগাঁওয়ে জাপানি মালিকদের হণ্ডা কারখানায় শ্রমিক আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এমন আন্দোলন হয় না। ফলে, পশ্চিমবঙ্গে বিদেশি পুঁজিপতিদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই। সি পি এম নেতার এই বক্তব্য সর্বাংশে ঠিক। কারণ এরাজ্যে সি পি এম শ্রমিক আন্দোলনের কোমর ভেঙে দিয়েছে। একদিন ব্রিটিশ শাসকরা যে বাংলার সংগ্রামী ঐতিহ্যকে ভয় পেত, দিল্লির কংগ্রেস শাসকরা গণআন্দোলনের তেজ দেখে যে কলকাতাকে ''দুঃস্বপ্নের নগরী'' বলে অভিহিত করত, সি পি এম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাদের সরকারে বসালে দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে সেই বাংলাকে তারা ঠাণ্ডা করে দেবে। ২৮ বছর সরকারে থেকে তারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী যৌবনকে, যুবসমাজের সেই সাহস, সেই তেজ ও নৈতিক বলকে তারা ধ্বংস করেছে।

সম্প্রতি চা-বাগানে যে চুক্তি হল, সি পি এম তাকে ঐতিহাসিক চুক্তি বলছে। অথচ শ্রমিকরা কী পেল ? দৈনিক মজুরি ছিল মাত্র ৪৫ টাকা ৯০ পয়সা। অনেক বৈঠক করে পাঁচ বছরের চুক্তিতে তা আট টাকা বাড়াবার সিদ্ধান্ত হল। তাও এই আট টাকা প্রথম বছর থেকে শ্রমিকরা পাবে না। প্রথম বছর আড়াই টাকা, দ্বিতীয় বছর আরও আড়াই টাকা এবং তৃতীয় বছর থেকে আরও তিন টাকা —

পাঁচের পাতায় দেখুন

চা, বিড়ি, পাট সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা এরাজ্যে চরম শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে

চারের পাতার পর

এইভাবে ধাপে ধাপে গিয়ে দু'বছর বাদে বাড়তি আট টাকা শ্রমিকরা পাবে। এর থেকে ঘৃণ্য কালাচুক্তি আর কী হতে পারে ? শুধু তাই নয়, কুখ্যাত উৎপাদনভিত্তিক মজুরি চালু করা হল এবং শর্ত রাখা হল, উৎপাদন কম হলে শ্রমিকের সামান্য মজুরি থেকেও একটা অংশ কেটে নেওয়া হবে। শ্রমিক শোষণের এই বর্বর প্রথা সি পি এম সরকার এই রাজ্যে চালু করে দিল। অথচ, কেরালায় প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস সরকারও অর্ডিনান্স করে চা-শ্রমিকদের জন্য দৈনিক মজুরি ৯০ টাকা ধার্য করেছে। আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, সেখানেও চা-শ্রমিকরা এর থেকে বেশি মজুরি পায়। এ রাজ্যে বিড়ি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কয়েক বছর আগে লেবার কমিশনার স্থির করেছিলেন, শ্রমিকরা দৈনিক ৭০ টাকা ৭৫ পয়সা মজুরি পাবে, কিন্তু বাস্তবে শ্রমিকরা সেটাও পেত না, পেত মাত্র ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা। এ অবস্থায় সম্প্রতি রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্থির করা হয়েছে, বিড়ি শ্রমিক দৈনিকপ্রতি ১০০০ বিড়ি তৈরিতে ৪১ টাকা মজুরি পাবে। স্পঞ্জ আয়রনের কারখানা হয়েছে বর্ধমানে ; বাঁকুড়ায় ফাউন্ড্রি হয়েছে। সর্বত্র ঠিকা শ্রমিকে কাজ হচ্ছে, যাদের দৈনিক মজুরি ২০ থেকে ৩০ টাকা। যতই অন্যায্য হোক, চরম বঞ্চনা হোক, এটাই মেনে নিতে হবে, প্রতিবাদ-আন্দোলন করতে পারবে না — এই হচ্ছে শর্ত।

চটকলে উৎপাদনভিত্তিক মজুরি চালু করার চেষ্টা করেছে, আমাদের বাধার জন্য এখনও পুরোপুরি পারেনি। ৯ লক্ষ চটকল শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ৭৫ হাজার স্থায়ী, বাকি সব অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিক। স্থায়ীরা মাসে পায় ৫ হাজার টাকা, অস্থায়ীরা পায় ২৬০০ টাকা। একই কাজে দু'রকম মজুরি চলছে চটকলে। এককালে ১ লক্ষ শ্রমিক বস্ত্রশিল্পে কাজ করত। সেই বস্ত্রশিল্প এখন বন্ধ হতে হতে, ছাঁটাই হতে হতে মাত্র ১৫ হাজার শ্রমিকের শিল্পে দাঁড়িয়েছে। এখানেও মালিকদের দাবি উৎপাদনভিত্তিক মজুরি চালু করতে হবে। ইলেকট্রনিক্স পণ্যের সরকারি কারখানা 'ওয়েবেল' সরকার নিজে বন্ধ করে দিয়েছে, ৪৪৭ জনকে স্বেচ্ছাবসর নিতে বাধ্য করেছে। ৪১ জন আগাম অবসর নিতে রাজি না হওয়ায় সরকার তাদের অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে অন্য ইউনিটে নতুন ভাবে নিয়োগ করেছে। সেখানে শর্ত দেওয়া হয়েছে, তারা ইউনিয়ন করতে পারবে না, পোস্টার লিফলেট দিতে পারবে না, রাজনীতি করতে পারবে না, দৈনিক ৪০ টাকা মজুরিতে কাজ করতে হবে।

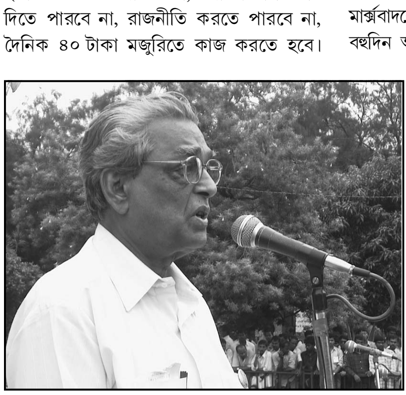

বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানিক মুখার্জী

সল্টলেকে বিশেষ আর্থিক অঞ্চল করে দিয়েছে সরকার, যেখানে দেশি-বিদেশি মালিকরা ইচ্ছামত শ্রমিকদের মজুরি ও কাজের ঘন্টা ঠিক করতে পারে, শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলন ধর্মঘট করার অধিকার নেই। এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার শিল্প-শ্রমিকদের হাল। এসবের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা প্রতিবাদ করলেই বলা হয়, জঙ্গি আন্দোলন চলবে না। জঙ্গি দূরের কথা, আন্দোলন কোথায় ? কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কি একবারও বলেন, মালিকদের লক-আউট করা চলবে না, ছাঁটাই করা চলবে না ? ১০ বছর আগে গ্রামাঞ্চলে মোট কৃষকের মধ্যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল ৩৯.৫ শতাংশ, সেটা বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছে এখন ৫৬.৮ শতাংশে। জমিহারা চাষীর সংখ্যা, খেতমজুরের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। এই হচ্ছে কৃষির অগ্রগতির চেহারা।

তিনি বলেন, ১৫ আগস্ট আসছে, সরকারি ভবন আলোয় সাজানো হবে, বিদেশি কূটনীতিকরা, দেশি-বিদেশি শিল্পপতিরা, কংগ্রেস-বিজেপি-সি পি এম প্রভৃতি সরকারি দলের নেতারা ও আমলাকুল ভোজসভায় মিলিত হবে, আতসবাজি পুড়বে, দেশের উন্নয়নের উপর ভাষণ দেওয়া হবে। অথচ বাস্তবে আজ দেশের মানুষ পড়ে আছে কোথায় ! ২৫ কোটি মানুষ এদেশে দু'বেলা খেতে পায় না, ৬০ ভাগ জনগণ পানীয় জল পায় না, শিক্ষা-স্বাস্থ্য বলে তাদের জন্য কিছু নেই। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী সি পি এম নেতা কান্তি বিশ্বাসের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কমিটি স্থির করেছে, শিক্ষার কোনও আর্থিক দায় সরকার নেবে না। প্রাইভেট স্কুল-কলেজগুলো যেমন খুশি ফি নিচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যালের ক্ষেত্রেও এটাই শুরু হয়ে গেছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই এ জিনিস ঘটছে। সরকার পেট্রল-ডিজেল থেকে ট্যাক্স বাবদ জনগণের ঘাড় ভেঙে হাজার হাজার কোটি টাকা তুলছে। আবারও দাম বাড়াবে বলছে। তাই বলে উন্নয়ন কি কারও হচ্ছে না ? অবশ্যই হচ্ছে। মালিকশ্রেণীর মুনাফা বাড়ছে। এই অবস্থায় আন্দোলন করতে হলে যে চরিত্র, যে নৈতিক বল প্রয়োজন, সেখানেই আজ সবচেয়ে বড় সঙ্কট। আজকের ভারতবর্ষ দেখলে কি মনে হয়, একদিন এদেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, বিপিন পাল, লাজপত রাই, নেতাজী সুভাষ বসুরা জন্মেছিলেন ? এঁদের সাথে আজকের ভারতের কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় ? চোখের সামনে কত অন্যায় প্রতিদিন ঘটছে, কিন্তু কোথায় সেই প্রতিবাদ ? কোথায় সেই আন্দোলন ? পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থার জন্য কারা দায়ী ?

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন সি পি এম বিরোধী মানসিকতা প্রবল, ঘরে-পথে-ঘাটে মানুষের কথায় সি পি এম-এর বিরুদ্ধে নিন্দা-ধিক্কার ঝরে পড়ে। অথচ, সি পি এম যে এই চরিত্র নেবে, মার্ক্সবাদকে ক্রমাগত কলঙ্কিত করে যাবে, একথা বহুদিন আগে ধরতে পেরেছিলেন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যখন অবিভক্ত সি পি আই-এর নেতারা সৎ ও আন্তরিক ছিলেন, তখন তাঁদের সততার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বিচারধারার ভিত্তিতে সি পি আই-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, এ দল মার্ক্সবাদী দল নয়, শ্রমিকশ্রেণীর দল নয়, এরা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর দল হিসাবে গড়ে উঠেছে। সি পি আই ভেঙে সি পি এম দল গঠনের সময়ও কমরেড ঘোষ একইভাবে দেখান যে, কোনও মৌলিক আদর্শগত, তত্ত্বগত পার্থক্য থেকে এই ভাঙন ঘটেনি এবং সি পি এমও একটি পেটিবুর্জোয়া দলমাত্র।

তিনি দেখান যে, ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, নজরুলেরা রেনেসাঁর যে ঝাণ্ডা তুলে ধরেছিলেন, যার ভিত্তিতে সামন্তী সমাজের ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতপাতের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে মানুষকে এগুলির কবল থেকে তাঁরা মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, তা এদেশে কংগ্রেস বহন করেনি। কারণ বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্ব পুঁজিবাদের যুগে যখন বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বত্র শ্রেণীগতভাবে প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়েছে, সেই যুগে ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণীও সেই অর্থে প্রগতিশীল ছিল না। ফলে ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করেছিল, সমাজের গণতন্ত্রীকরণ তারা করেনি। প্রথমে সি পি আই ও পরে সি পি এম যদি যথার্থ মার্ক্সবাদী দল হত, তবে তাদের দায়িত্ব ছিল এই সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করা, যেটা তারা কখনও করেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে একদিকে বুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী নেতৃত্ব হিসাবে গান্ধীজী, অন্যদিকে সংগ্রামী তারুণ্যের, যৌবনের মূর্ত প্রতীক হিসাবে সুভাষচন্দ্রের মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদ — উভয়ের মধ্যে যখন আদর্শের লড়াই চলছে, তখন মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদীদের পাশে দাঁড়ানোই যখন যথার্থ মার্ক্সবাদীদের দায়িত্ব ছিল, তখন সি পি আই বিপরীত কাজ করেছে ; নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পাশে দাঁড়ায়নি। '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে তারা নামেনি শুধু নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এমনকী অবিভক্ত সি পি আই নেতারা ভারত বিভাজনকেও সমর্থন করেছে। মার্ক্সবাদ ত' দূরের কথা, এমনকী বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠনের কথা বলা হয় না, সেখানে সি পি আই নেতারা 'দ্বিজাতি তত্ত্বে'র নামে ধর্মভিত্তিক জাতি গঠনের সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন। সি পি আই-এর রাজনৈতিক বিচারধারা, দলের গঠনপদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণকে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বিচারধারার নিরিখে বিশ্লেষণ করেই কমরেড ঘোষ সিদ্ধান্ত আসেন যে, এটা সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিই নয়। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি অনুভব করেন যে, ভারতবর্ষে সর্বহারা বিপ্লবের প্রয়োজনে একটি সত্যিকারের মার্ক্সবাদী, সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে হবে। এখান থেকেই এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার জন্য তাঁর সংগ্রাম শুরু হয়।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রথমদিকে সি পি আই, পরে সি পি এম-কে মনে করত বিপ্লবী, কমিউনিস্ট, বামপন্থী। '৭০-এর দশকেও আমরা যখন সি পি এমের রাজনীতির সমালোচনা করেছি, তখন সি পি এম প্রচার করত, আমরা সি পি এম-এর সমালোচনা করে বামপন্থী আন্দোলন দুর্বল করছি, কংগ্রেসকে সাহায্য করছি। বহু মানুষও ঐ প্রচারে প্রভাবিত হয়ে আমাদের একই কথা বলতেন। এমনই ছিল সি পি এম সম্পর্কে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস। তখনও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমরা আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ রেখেছি, সি পি এম-এর চরিত্র উদ্ঘাটন করে গেছি। সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও তারা বেশ কিছুদিন মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখতে পেরেছে, কিন্তু আজ সি পি এমের নগ্ন চেহারা মানুষের কাছে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত। মার্ক্সবাদী তারা কোনদিনই ছিল না, কিন্তু অতীতে যেটুকু বামপন্থী সংগ্রামের পথে ছিল, এখন সেটাও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছে। কংগ্রেস, বিজেপি যেমন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সাথে বোঝাপড়া করে, ওদের টাকার জোরে সরকারি ক্ষমতায় বসে মন্ত্রীত্ব পায়, আজ সি পি এমও সেইপথেই ক্ষমতায় বসছে। পুঁজিপতিদের সমর্থন পাওয়ার দৌড়ে এ রাজ্যে কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূলকে পিছনে ফেলে সি পি এম এগিয়ে গেছে। তারা পুঁজিপতিশ্রেণীকে বুঝিয়েছে, এরাজ্যের বামপন্থী সংগ্রামী ঐতিহ্য আছে, তাকে ভাঙতে হলে কংগ্রেস, তৃণমূল পারবে না, সি পি এম পারবে। কারণ, সি পি এম-এর বামপন্থী তকমা আছে। শ্রমিক আন্দোলনে যেমন শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করে শ্রমিক নেতারাই মালিকের দালালি সবচেয়ে ভাল করতে পারে, তেমনি মার্ক্সবাদী, বামপন্থী তক্‌মা আছে বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে সি পি এম-ই পুঁজিপতিদের স্বার্থ সবচেয়ে ভাল রক্ষা করতে পারে। ফলে কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূল যা পারেনা, সি পি এম সেটা পারবে। আজ পশ্চিমবঙ্গের সরকারে সি পি এম যে বারবার বসছে, সে কি জনসমর্থনে ? না। বসছে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির মদতে। তাই সি পি এম-কে বামপন্থী আন্দোলন ভাঙতে হবে, কমিউনিস্ট আন্দোলন যাতে মাথা তুলতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এ কাজে যদি তারা কখনও ব্যর্থ হয়, জনরোষ যদি সংগঠিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কখনও প্রবলভাবে ফেটে পড়ে, একমাত্র তখনই বুর্জোয়ারা অন্য কোনও দলের কথা ভাবতে পারে। যেমন, কেন্দ্রে কখনও বিজেপি, কখনও জনতা, কখনও কংগ্রেসকে বুর্জোয়ারাই পাল্টাপাল্টি করে ক্ষমতায় বসাচ্ছে, মানুষ বারবার ঠকছে।

তিনি বলেন, সি পি এম এখন ভোটে পুরোপুরি রিগিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। একটা যথার্থ মার্ক্সবাদী দল যদি তারা হত, তবে কখনই এভাবে রিগিং করে ভোটের জয় হাসিল করত না। লেনিন মার্ক্সবাদীদের পার্লামেন্টে যাওয়ার কথা বলেছেন বুর্জোয়া পার্লামেন্ট সম্পর্কে জনগণকে মোহমুক্ত করার জন্য। সেজন্য মার্ক্সবাদীরা কখনই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে ধ্বংস তো করেই না, বরং তাকে রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য সংগ্রাম করে। যে গণতান্ত্রিক স্লোগান একসময় বুর্জোয়ারা দিয়েছিল, আজ প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের যুগে সেগুলোকে বুর্জোয়ারাই ধ্বংস করছে — যেমন

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করেই এস ইউ সি আই লড়ছে

পাঁচের পাতার পর

নির্বাচনে অবাধে মতপ্রকাশের অধিকারকে দেশে দেশে বুর্জোয়াশ্রেণীই এখন খর্ব করছে। মার্ক্সবাদীরা এর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পুরোপুরি মেনে চলবে। আজ যেসব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার বুর্জোয়াশ্রেণী কার্যকর করছে না, মার্ক্সবাদীরা সুযোগ পেলে তা কার্যকর করে জনগণকে দেখিয়ে দেবে যে — 'দেখো, বুর্জোয়া সংবিধানের দেওয়া যেসব অধিকার বুর্জোয়া দলগুলো কার্যকর করেনি, আমরা মার্ক্সবাদীরা তা করছি, কিন্তু তার দ্বারা শোষণ-নির্যাতন-লুণ্ঠন দূর হচ্ছে না। সেজন্যই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিবর্তে চাই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, সর্বহারা গণতন্ত্র'। সেজন্যই একটা বুর্জোয়া পার্টি টাকার জোরে, বোমা-পিস্তলের জোরে ভোট করতে পারে, কিন্তু এই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে একটা প্রকৃত মার্ক্সবাদী পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেও তা করতে পারে না, অবাধে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের যে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক শর্ত তাকে ধ্বংস করতে পারে না। অথচ সি পি এম মার্ক্সবাদের নাম নিয়ে সেটাই করে যাচ্ছে। তাদের এই ভূমিকাও প্রমাণ করে যে, তারা যথার্থ মার্ক্সবাদী নয়।

আজ সি পি এম রিগিং ছাড়া ভোটে জেতার কথা চিন্তাই করতে পারে না। '৫০ ও '৬০-এর দশকে এই অবস্থা ছিল না, তখন তারা মানুষের আবেগপূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। এখন যত দিন যাচ্ছে, ততই তাদের সম্পর্কে জনগণের ঘৃণা বাড়ছে, ততই সি পি এম নেতারা সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় পুঁজিপতিদের কাছে আরও বেশি আত্মসমর্পণ করছেন। এজন্যই আজ আর তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর তুলতে পারে না। তাই পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস আমলেও যে শ্রমিক আন্দোলন ছিল, তাকেও সি পি এম স্তিমিত করে দিয়েছে। কোন আন্দোলন হলেই তার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক সব মেরে দিচ্ছে ; শুধু কুৎসা, গায়ের জোর, দাপট। এভাবে দেশে ফ্যাসিবাদের ভিত্তি তারা তৈরি করে দিচ্ছে — যে হুঁশিয়ারি কমরেড ঘোষ সি পি এম সম্পর্কে বহুদিন আগেই আমাদের দিয়ে গিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে একমাত্র আমাদের পার্টি এস ইউ সি আই ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে সকল অংশের মেহনতি মানুষের স্বার্থে একটার পর একটা আন্দোলন করে যাচ্ছে। তাই শোষকশ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিপতিরা এস ইউ সি আই-কে ভয়ের চোখে দেখে, কারণ তারা টাকা দিয়ে এই দলকে কিনতে পারেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলে গেছেন, নির্বাচনে একটা আসন না পাও না পাবে, তবুও বিপ্লবের ঝাণ্ডা, লড়াইয়ের ঝাণ্ডা বহন করে যাবে। আজও আমরা কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে সেই ঝাণ্ডা বহন করে যাচ্ছি। সকল রাজ্যেই আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি। এই পশ্চিমবঙ্গে জনগণ জানেন, প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে, চটকলশ্রমিক - বিড়িশ্রমিক - চা-শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিতে, ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বিদ্যুৎ মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি, রাস্তায় আমাদের কর্মীদের রক্ত ঝরছে। আমরা অতীত দিনের সব বড় মানুষ, সমস্ত বড় সংগ্রামী চরিত্রের সাথে আজকের ছাত্র-যুবদের যোগসূত্র গড়ে তোলার জন্য মনীষীদের জীবনচর্চা করি। উদ্দেশ্য, যৌবনকে আবার জাগানো। তাই এস ইউ সি আই-কে যেমন কংগ্রেস-বিজেপি আতঙ্কের চোখে দেখে, সি পি এম-ও তাই। সেজন্যই আমাদের দলের উপর এত আক্রমণ। সি পি এম শাসনে আমাদের ১৪২ জন কর্মীকে খুন করা হয়েছে, ৯ জন গণআন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন, মিথ্যা মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ড ভোগ করছেন ২৭ জন নেতা-কর্মী, আরও ৫৩ জনের বিরুদ্ধে মার্ডার কেসের মামলা করিয়েছে ষড়যন্ত্র করে। আমরা লড়াই করছি, আমাদের শক্তি বাড়ছে, জনগণ আমাদের ভালবাসার চোখে দেখে — এইজন্যই এত আক্রমণ।

কিন্তু তারা যতই খুন করুক, গুলি চালাক, কিংবা মিথ্যা মামলায় আমাদের কর্মীদের কারাদণ্ড করাক, এ দলের মাথা নত করাতে পারবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলে গেছেন, এস ইউ সি আই-এর কর্মী হওয়া মানেই মৃত্যুর টিকিট কাটা, বিপ্লবী কর্মী হিসাবে যেকোন সময় মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকা। এই শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের হাজার হাজার কর্মী শোষিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে লড়াই করে যাচ্ছে, লড়াই করে যাবে। ব্রিটিশরা স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবীদের গুলি করে মেরেছে, ফাঁসি দিয়েছে, তার দ্বারা আন্দোলনকে রুখতে পেরেছে কি ? রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনামের বিপ্লবকে কি অত্যাচার-আক্রমণ দিয়ে রুখতে পেরেছে ? আমাদের অগ্রগতিকেও রুখতে পারবে না। হ্যাঁ, ওরা আমাদের দুটি এম এল এ আসন রিগিং করে, মারদাঙ্গা-খুন করে কেড়ে নিতে পারে, সি পি এম রাজ্য সম্পাদক তো ঐ দুটি কেন্দ্র থেকে আমাদের উৎখাত করার কথাও বলেছেন। কিন্তু আমরা এম এল এ, এম পি'র জোরে লড়াই করছি না, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে লড়াই করছি। এই আদর্শ অজেয়। ফলে এস ইউ সি আই-এর নেতা-কর্মীদের খুন করে এই দলকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না, এর জাত সম্পূর্ণ আলাদা।

পরিশেষে তিনি সভায় উপস্থিত দলের কর্মী-সমর্থক-দরদীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই একটি মাত্র দল যে টাকার কাছে নিজেকে বিক্রি করেনি, গদির জন্য আদর্শ পরিত্যাগ করেনি, শোষিত-নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে লড়াই করে যাচ্ছে। ফলে এই দলকে সকল আঘাত থেকে রক্ষা করা, সকল দিক দিয়ে শক্তিশালী করাই আজ সকলের দায়িত্ব। এ জন্য প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজনকে বিপ্লবী কর্মী হিসাবে দলের সাথে যুক্ত করে দেওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানান।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে স্মরণ দিবস পালিত

৫ই আগস্ট এস ইউ সি আই দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণদিবস পালন করলেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি দলের কর্মী সমর্থকরাও। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে হাতিয়ার করে পুঁজিবাদের রক্ষক কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাঁরা চক্রান্তের শিকার হয়ে জেলে বন্দি হয়েছেন। সিপিএম পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে যতই জেলে ভরুক না কেন, এর দ্বারা যে তাঁদের মনোবল ভাঙা যায় না — ৫ই আগস্ট কমরেড ঘোষের স্মরণ দিবসে কমরেডদের শপথ গ্রহণে তা আরও একবার প্রমাণিত হল। প্রায় ১৫০ জন কর্মী ও সাধারণ বন্দিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অশোক চক্রবর্তী। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কমরেডস্ রাজারাম রায়মণ্ডল, প্রফুল্ল মণ্ডল, হরেরাম মণ্ডল, কনক সর্দার, ইউসুফ গায়েন, অশোক চক্রবর্তী, সুন্দর চ্যাটার্জী সহ আরও অনেকে। সভার মূল বক্তা কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী ভারতবর্ষের শোষিত, নির্যাতিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে এস ইউ সি আই দল গঠনে কমরেড শিবদাস ঘোষের সুদীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য সংগ্রামের দিকগুলি তুলে ধরেন এবং বর্তমানে সমাজপ্রগতির পথে মূল বাধা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। সবশেষে সভাপতি মহান নেতার শিক্ষাকে অনুশীলন ও প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের আরও বিকশিত করার আবেদন জানান।

বিহার

মুজফ্‌ফরপুরে ফি-বৃদ্ধিবিরোধী ছাত্রমিছিল

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ গুণ ফি বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে ১৪ জুলাই বিহারের মুজফ্‌ফরপুরে ছাত্রদের প্রতিরোধ মার্চ আয়োজন করে এ আই ডি এস ও মুজফ্‌ফরপুর জেলা কমিটি। মিছিল জেলা কার্যালয় থেকে শুরু করে মোতিঝিল স্টেশন রোড, কাছারি, সরেয়াগঞ্জ, জওহরলাল রোড হয়ে কল্যাণী চকে পৌঁছায়। 'ফি বাড়িয়ে গরিব, নিম্ন মধ্যবিত্ত ছাত্রদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা বন্ধ কর', 'ব্যাপক হারে ফি বাড়ানোর কেন্দ্র সরকারের চক্রান্ত ব্যর্থ কর', 'কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় কর', 'প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় কমাও', 'শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়াও' ইত্যাদি দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে জোরদার স্লোগান উঠছিল মিছিল থেকে। এ আই ডি এস ও মুজফ্‌ফরপুর জেলা সম্পাদক কমরেড রাজকুমার চৌধুরী, জেলা সহ সভাপতি কমরেড অরবিন্দ কুমার, কোষাধ্যক্ষ কমরেড শিবচন্দ্র পাসওয়ান প্রতিরোধ মার্চে নেতৃত্ব দেন। কল্যানী চকে মিছিল পৌঁছানোর পর সেখানে ইউ পি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। পথসভায় কমরেড রাজকুমার চৌধুরী বলেন, যোজনা কমিশনের সহ সভাপতি মন্টেক সিং অহলুওয়ালিয়ার ১০ গুণ পর্যন্ত ফি বাড়ানোর সাম্প্রতিক বক্তব্য গরিব, নিম্নমধ্যবিত্ত ছাত্রদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার এক গভীর দুরভিসন্ধি। সরকার শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে আম জনতার থেকে শিক্ষাকে কেড়ে নিতে চায় যাতে পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

কোচবিহার

হলদিবাড়ী জে সি আই দপ্তরে পাটচাষীদের বিক্ষোভ

উত্তরবঙ্গ পাটচাষী সংগ্রাম কমিটির হলদিবাড়ী ব্লক কমিটির নেতৃত্বে ২২ জুলাই পাটচাষীরা স্থানীয় জে সি আই কার্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাটচাষীরা প্রায় ৩ ঘণ্টা যাবৎ এখানে অবস্থান করে এবং জে সি আই ম্যানেজারকে স্মারকলিপি প্রদান করে। পাটচাষী সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক চৈতন্য মণ্ডল বলেন পাটচাষীরা বরাবরই পাটের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত। পাটচাষীদের কল্যাণে বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে যে কেন্দ্রীয় জুট কর্পোরেশন গড়ে তোলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যে তাকে কার্যত নিষ্ক্রিয় রেখে পাটচাষীদের অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সমাবেশে পাটচাষী সংগ্রাম কমিটির সংগঠক রুহুল আমিন জানান, ভারত সরকার পাট রপ্তানি করে বছরে প্রায় হাজার কোটি টাকা আয় করছে। চটকল মালিকরা প্রচুর পরিমাণে মুনাফা লুটছে অথচ পাটচাষীদের দুর্দশা যে তিমিরে ছিল আজও সে তিমিরেই। গরিব পাটচাষীরা অভাবের তাড়নায় জলের দরে পাট বিক্রি করতে বাধ্য হলেও এর প্রতিকারে জে সি আই অদ্যাবধি পাট কেনা শুরু না করায় তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। পাটচাষীদের দাবি আদায়ে তিনি ব্লকে ব্লকে পাটচাষী সংগ্রাম কমিটি গড়ে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

পাটচাষী সংগ্রাম কমিটির দাবি ঃ

১। প্রতি কুইন্টাল পাটের মূল্য ন্যূনতম দুই হাজার টাকা ঘোষণা করতে হবে, ২। জুট কর্পোরেশনকে ব্লকের সব হাটে পাট ক্রয় করতে হবে, ৩। এক মণ পাটের দাম দুই মণ চালের দামের সমান যাতে হয় তারজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, ৪। অবিলম্বে বন্ধ চটকলগুলি খুলতে হবে এবং উত্তরবঙ্গে একটি পৃথক চটকল সরকারি উদ্যোগে চালু করতে হবে, ৫। রাজ্যভিত্তিক পাটক্রয় নিগম চালু করতে হবে এবং ৬। সিন্থেটিক ও প্লাস্টিক বর্জন করে পাটের বস্তার ব্যবহার বাড়াতে হবে।

বিশ্বব্যাঙ্কের সব শর্তই পূরণ করেছে রাজ্য সরকার

তিনের পাতার পর

পরিষেবার উন্নতিকল্পে ব্যবহার না করে তা দিয়ে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়েছে। কর্ণাটক ও পাঞ্জাবে রোগীদের থেকে সংগৃহীত ফি হাসপাতালের পরিষেবা বৃদ্ধির কাজে লাগানো হয়েছে। দক্ষিণপন্থী দলগুলির সরকার যদি এটা করতে পারে তাহলে বামফ্রন্ট সরকার কেন করল না? রোগী থেকে প্রাপ্ত ফি দিয়ে যদি কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে বেতন বাবদ অর্থদপ্তর থেকে বরাদ্দ টাকা কোথায় গেল? যে ৭৮৫ কোটি টাকা রাজ্য সরকার চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির নামে ঋণ নিয়েছিল, কোন্ কোন্ খাতে তার কত টাকা খরচ করা হল তা জনসাধারণকে জানানো হোক। ফি বাবদ রাজ্যে প্রতি বছর কত কোটি টাকা আদায় হয় এবং কীসে তা খরচ হয় তা জানার অধিকার জনগণের আছে। এত ঋণ, এত ফিবৃদ্ধি, তবুও স্বাস্থ্যব্যবস্থা বেহাল কেন জনগণকে তা পরিষ্কার করে জানানো হোক।

প্রতিরক্ষার নামে জনগণের টাকা নয়ছয়, ট্যাঙ্কারে তেলের বদলে জল

আমেরিকা সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের আপ্যায়নের বহর দেখে এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের বশংবদ সংবাদপত্রগুলি যখন পরমাণু ক্ষেত্রসহ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মার্কিন প্রযুক্তি ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার সম্ভাবনায় উল্লসিত, যখন তারা মহানন্দে প্রচার করছে যে এর ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা আরও মজবুত হবে, ঠিক তখনই সেনাবাহিনীর নতুন এক কেলেঙ্কারি প্রকাশ হয়ে পড়ল।

টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া (২০-৭-০৫) পত্রিকা লিখেছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'নর্দার্ন কমান্ড', লেহ্, লাদাখ এবং সিয়াচেনের মতো উত্তর সীমান্তে যে কমান্ড মোতায়েন রয়েছে, সেখানে সামরিক যানবাহন চালানোর জন্য ডিজেল ও পেট্রলের বদলে জল সরবরাহ করা হয়েছে। জ্বালানি তেলের পরিবর্তে জল-ভর্তি এ'রকম সাতটি ট্যাঙ্কারের কথা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এই ট্যাঙ্কারগুলি লেহ্-তে পাঠানোর কথা ছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও মজবুত করার নামে প্রতি বছর বাজেটে হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও ভারতীয় সেনাবাহিনী কী চূড়ান্ত রকম দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থাটি কতটা ফাঁপা, এই ঘটনায় আরও একবার তা প্রমাণিত হল।

সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ তেল, নিয়ে যাওয়ার পথে চুরি যাবার ঘটনা নতুন নয়; আম্বালায় ইন্ডিয়ান অয়েলের ডিপো থেকে লাদাখের সেনা ইউনিটে নিয়ে যাওয়ার সময় একাধিকবার এই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। ২০০৪ সালে এ'রকম কিছু ঘটনা পুলিশের নজরেও এসেছিল।

শুধু তেল চুরিই নয়, গোলাগুলি থেকে শুরু করে বুট জুতো, কফিন-কেনা পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যে এইরকম দুর্নীতি ঘটে চলেছে একথা আজ সকলেরই জানা। বস্তুতপক্ষে, সেনাবিভাগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন ঘুঘুর বাসা। মাঝে মাঝে তার ছিটেফোঁটা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সরকারি আমলা থেকে শুরু করে উচ্চপদাধিকারী সেনা অফিসারদের অধিকাংশই কোন নীতি-নৈতিকতার ধার ধারে না। সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক কর্মীরা দেশরক্ষার 'মহান' কর্মে নিযুক্ত বলে সরকার ও শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে বিশেষ করে ভোটের সময় প্রচারের ঢেউ যতই তোলা হোক্ না কেন, এ'সব যে নেহাত 'গালভরা কথা' ছাড়া অন্য কিছুই নয় তার প্রমাণ সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ঘটনায় প্রায়ই পেয়ে থাকেন। সীমান্তবর্তী এলাকায় মোতায়েন আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের বর্বর আচরণ কিংবা মণিপুরে আসাম রাইফেলসের হাতে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া থংজম মনোরমার হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

দেশের প্রতিরক্ষার নামে যে দেশবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ ট্যাক্সের আকারে আদায় করে সেনাবাহিনীকে ক্রমাগত আরও পরিপুষ্ট করে তোলা হচ্ছে, সুযোগ পেলে সমস্ত দায়বদ্ধতা ভুলে সেই দেশবাসীর উপর ঘৃণ্য নৃশংস আক্রমণের যে নজির ভারতীয় সেনারা স্থাপন করছে তাতে সীমান্ত এলাকার অনেকেই তাকে বিদেশি সেনার সমতুল্য মনে করছে। এর ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা একে কাজে লাগাচ্ছে।

'দেশরক্ষকের' তকমা যতই আঁটা হোক না কেন, প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ তথা রক্ষক হিসাবে সেনাবাহিনীর প্রধান কাজ হল জনগণকে নয়, রাষ্ট্রের শোষণমূলক কাঠামোটিকে যেকোনভাবে সুরক্ষিত রাখা। অবক্ষয়িত, মরণোন্মুখ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি যত পচে-গলে যেতে থাকে, এর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সাধারণ মানুষের প্রতিরোধে আন্দোলনগুলিকে কড়া হাতে দমন করতে পুলিশ দিয়ে যখন কাজ হয় না তখন মরিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী শেষ পর্যন্ত তত বেশি করে সেনাবিভাগকে কাজে লাগায়। এজন্য শাসকগোষ্ঠী সর্বদা সেনাবাহিনীকে তোয়াজ করে, তাদের অন্যায় অপরাধকে প্রশ্রয় দেয়। তাই বোফর্স থেকে তহলকা কোন কেলেঙ্কারিতেই কোন উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারের উপযুক্ত শাস্তি হয়না। এইভাবে শোষক বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের অর্থপুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে সেনাবাহিনী ব্যাপক ও অবাধ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই কম বেশি এটা চলছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর অঙ্গ ও তার রক্ষক হিসাবে ভারতীয় সেনাবিভাগও আজ চূড়ান্ত অবক্ষয়িত ও দুর্নীতিপরায়ণ।

সাধারণ ঘর থেকে রিক্রুট অভাবী যুবকদের দেশরক্ষার ফাঁকা বুলিতে শাসকরা মোহগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। এই যুবকরা দেশপ্রেমের জন্য নয়, প্রধানত অভাবের তাড়নায় জওয়ান হিসাবে নাম লেখায়, রাষ্ট্রের অপরিমিত প্রশ্রয়ে নৈতিক চরিত্র নষ্ট করে। তারপর রাজনৈতিক স্বার্থে সাজানো 'সীমান্ত সঘর্ষে' শত্রুর কামানের মুখে তাদের ঠেলে দেয়। উপর মহল আরাম আয়েস এবং বিপুল চুরি অবাধে চালিয়ে যায়। রাষ্ট্রের দ্বারা সযত্নে গড়ে তোলা সেনাবাহিনীর এই জনবিরোধী দুর্নীতিগ্রস্ত চরিত্রই বুঝিয়ে দেয় এই দেশ জনগণের হলেও এই রাষ্ট্র, এই সরকার জনগণের নয়। সুসংগঠিত এই বাহিনীকে কেবল বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, দু-চারটি গ্রেনেড ফাটিয়ে কিছু করা যাবে না। পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষক এই বাহিনীর মোকাবিলা মুক্তিকামী ব্যাপক জনগণকে একদিন গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে করতেই হবে। যার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসাবে।

সদ্যপ্রকাশিত

বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইত সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে

সি পি এমের ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে

প্রাপ্তিস্থান ঃ

এস ইউ সি আই অফিস

৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

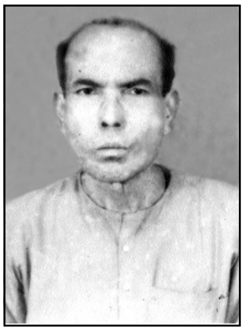

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অশোকনগর লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির বর্ষীয়ান সদস্য কমরেড অমরেশ্বর বাড়ৈ গত ১৪ জুলাই ৬৭ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের সময়, '৬৬ সালের শেষের দিকে তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে এস ইউ সি আই দলের সঙ্গে যুক্ত হন। উত্তর ২৪ পরগণায় দলের লোক বলতে তখন হাতে গোনা কয়েকজন। সেসময় দলের বিস্তারে কমরেড বাড়ৈ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। জেলার শিক্ষক আন্দোলন ও এলাকার বহু আন্দোলন সংগঠিত করতে তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর নিজের স্কুলসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় তিনি প্রাথমিক স্তরে আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষার প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। শীর্ণকায়, মৃদুভাষী এই মানুষটি মধুর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরিবারের সদস্যসহ বহু মানুষকে দলের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন।

৩০ জুলাই হাবড়া পার্টি অফিসে কমরেড অমরেশ্বর বাড়ৈ-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড বাড়ৈ-এর সহযোদ্ধা, এলাকার বর্ষীয়ান কমরেড রতন সিন্‌হা। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। তিনি কমরেড বাড়ৈ-এর জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনা করেন। এছাড়াও স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন অশোকনগর লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির ইনচার্জ কমরেড তারক দাস সহ কমরেড দিলীপ মণ্ডল, হাবড়া লোকাল কমিটির পক্ষে কমরেড সাধন ঘোষ, কমরেড প্রশান্ত দত্ত ও কমরেড কানাই ঘোষ।

কমরেড অমরেশ্বর বাড়ৈ লাল সেলাম

ব্যবসা বাড়াচ্ছে মুনাফাবাজ সরকারি তেল কোম্পানি

সরকারি তেল কোম্পানি ও এন জি সি, মিত্তল স্টিল-এর সঙ্গে যৌথভাবে নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবরে প্রকাশ, নতুন সংস্থাটি তৈরি করতে সরকারি তেল কোম্পানি মোট পুঁজির ৫১ শতাংশ বিনিয়োগ করবে, বাকি ৪৯ শতাংশ দেবে মিত্তলরা। বিরাট অঙ্কের পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসা বাড়াবার এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দেশ-বিদেশে তেলের ব্যবসা করে ও এন জি সি'র মুনাফা কী বিপুলভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে!

অথচ গত জুন মাসে পেট্রল-ডিজেলের দাম নতুন করে আবার বৃদ্ধি করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার যথারীতি দেশীয় তেল কোম্পানিগুলির লোকসানের অজুহাতই তুলেছিল। তারা বলেছিল, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও দেশের বাজারে অনেকদিন তেলের দাম বাড়ানো হয়নি। এই অবস্থায় তেলের দাম অবিলম্বে বৃদ্ধি না করলে তেল-কোম্পানিগুলিকে বিপুল ক্ষতির বোঝা বইতে হচ্ছে এবং তা ক্রমেই বাড়ছে। ফলে ডিজেল ও পেট্রলের দাম লিটার প্রতি যথাক্রমে ২.২৫ টাকা ও ৩.৫০ টাকা বাড়াবার প্রস্তাব করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার; পুঁজিপতিশ্রেণীর পেটোয়া অধিকাংশ বাণিজ্যিক সংবাদপত্র সরকারের এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিল।

এস ইউ সি আই সেই সময়ই বিশদভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছিল (গণদাবী ৫৭ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা ১৭-২৩ জুন '০৫) যে, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম বাড়লে ভারতীয় কোম্পানির মুনাফা কমে না বরং বাড়ে। কারণ প্রথমত, আমদানিকৃত অশোধিত তেল শোধন করে বিদেশে রপ্তানি করলে ভারতীয় কোম্পানিগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের দাম পায় তার উপর প্রদত্ত কাস্টমস ডিউটি ফেরত পায়, যা তাদের মুনাফা বাড়ায়। দ্বিতীয়ত, ভারতের তৈলকূপগুলি থেকে তোলা তেল তারা বিশ্ববাজারের দামে বিক্রি করে। ফলে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের সাম্প্রতিক দামবৃদ্ধিতে এদেশের তেল-কোম্পানিগুলির সম্ভাব্য মুনাফার পরিমাণ সামান্য কমতে পারে মাত্র। লোকসানের প্রশ্নই ওঠে না। গণদাবীর উক্ত সংখ্যাটিতে আরো দেখানো হয়েছিল যে, গত জুন ২০০৫-এ বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেল প্রতি ৫৩ মার্কিন ডলার হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর আগেই ২০০৪-এর অক্টোবরে দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ব্যারেল পিছু ৫৩.২৫ ডলারে এবং সেই সময় (৪ নভেম্বর, '০৪) এই বর্ধিত দামকে ভিত্তি করে দেশীয় বাজারে তেলের দাম বাড়ানোও হয়েছিল। সংবাদমাধ্যম উদ্ধৃত করে 'গণদাবী'র পাতায় আরো দেখানো হয়েছিল যে, সেই বছরেই অর্থাৎ ২০০৪-এর শেষ দিকে ও এন জি সি'র মুনাফার পরিমাণ ছিল ১২ হাজার ৭২৫ কোটি টাকা। এ মুনাফা ছিল তার আগের বছরের লাভের তুলনায় ৪৩ শতাংশ বেশি। এই অবস্থায় ২০০৫-এর জুন মাসে দেশীয় বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি করার কোনও যৌক্তিকতা ছিল না; অথচ কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিচারে তেলের দাম বৃদ্ধি করে দেশীয় সরকারি ও বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলিকে প্রচুর মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিয়েছিল। এভাবেই ১৯৮০ থেকে শুরু করে ২০০৪-এর শেষ পর্যন্ত এই ২৪ বছরে তেলের দামবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে মোট ৭৭ বার এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণামে সার্বিক দামবৃদ্ধির বোঝা বইতে হয়েছে ইতিমধ্যেই কর-দরের ভারে বিপর্যস্ত, খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষকে। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট বা ইউ পি এ — যখনই যে দল বা জোট সরকারি গদিতে আসীন হয়েছে, বার বার তেলের দামবৃদ্ধির দ্বারা তারা প্রত্যেকেই গরিব মানুষের রক্ত শোষণ করে তেল কোম্পানিগুলির মুনাফা বৃদ্ধি এবং সরকারের কর বাবদ আয় বৃদ্ধি করেছে। বিশ্ববাজারে দামবৃদ্ধিকে তারা তাদের জনবিরোধী লক্ষ্যপূরণে কাজে লাগিয়েছে সমানভাবে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

মুম্বইতে ত্রাণকার্যে এস ইউ সি আই

সাম্প্রতিক প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে মুম্বই শহরে মারাত্মক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে; শহরের নিচু অংশগুলি জলমগ্ন। এই অবস্থায় এস ইউ সি আই-এর মুম্বই ইউনিট পূর্ণ উদ্যমে ত্রাণের কাজে নেমে পড়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার'কে পাশে নিয়ে দলের কর্মীরা বিশেষত বস্তি এলাকার দুর্গত দরিদ্র মানুষের মধ্যে চিকিৎসার কাজ চালাচ্ছেন, বিনামূল্যে ওষুধও সরবরাহ করা হচ্ছে। দলীয় দপ্তর সহ বেশিরভাগ পার্টি কর্মীর বাসস্থান এখনো জলের তলায়, তা সত্ত্বেও কর্মীরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম কাজ করে চলেছেন।

কলকাতা

মুন্সি প্রেমচন্দের ১২৫তম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন

গত ৩১ জুলাই ভারতীয় নবজাগরণের আপসহীন বলিষ্ঠ সাহিত্যিক, 'কলম কী সিপাহী' মুন্সি প্রেমচন্দের জন্মদিনে এক সুসজ্জিত প্রভাতফেরির মধ্য দিয়ে তাঁর ১২৫তম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপনের সূচনা হল। ঐদিন সকাল ৭টায় দমদমের সেন্ট্রাল জেল ময়দানে জমায়েত হয়ে প্রায় শতাধিক ছাত্র-যুব'র প্রভাতী পদযাত্রা সমগ্র গোরাবাজার অঞ্চল পরিক্রমা করে। পথের দু'পাশে বহু উৎসুক মানুষ ভিড় করেছিলেন এই সুশৃঙ্খল পদযাত্রা দেখার জন্য। বর্ষব্যাপী কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই মহান সাহিত্যিকের জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও ছাত্র-যুবদের একটি কমিটি উদ্যোক্তারা গঠন করেছেন।

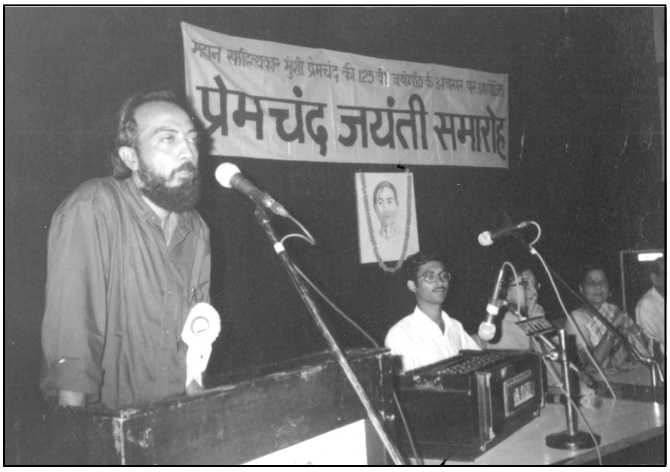

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি ও চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে ৩১ জুলাই জামশেদপুরের মাইকেল জন প্রেক্ষাগৃহে সংগ্রামী লেখক মুন্সী প্রেমচন্দের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ শুক্লা মহান্তি, ডঃ বিজয় কুমার পীযূষ, অধ্যাপক মিত্রেশ্বর, ডঃ এস রজি, ডঃ মিথিলেশ, মোহন সিং এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ মনজুর শাহাব

মেদিনীপুরে ডি এস ও'র আন্দোলনের জয়

এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে সংগঠিত লাগাতার ছাত্র আন্দোলনের চাপে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কলেজগুলিতে সমস্ত বিভাগে ২০ শতাংশ আসন বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন। দুই মেদিনীপুর জেলার বহু স্কুলে পঞ্চম ও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় যে বাড়তি ফি ও ডোনেশন আদায় করা হত, ডি এস ও'র ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে তাও বন্ধ হয়েছে। ছাত্রসংখ্যার তুলনায় আসন সংখ্যা কম হওয়ায় প্রথম বর্ষে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে আসা অভিভাবকদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এস এফ আই এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদ হাজার হাজার টাকা আদায় করত, কোথাও কোথাও তোলা পর্যন্ত আদায় করত। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছাত্র-অভিভাবকদের সংগঠিত করে ডি এস ও এই জুলুমবাজিও বন্ধ করেছে।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এই আন্দোলনগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সঙ্গত কারণেই ক্রমাগত আরো অধিক সংখ্যায় ডি এস ও'র সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এর ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এস এফ আই এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বিভিন্ন কলেজে এস এফ আই, কাঁথি ও এগরা কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ডি এস ও কর্মীদের উপর হামলা চালায়। হামলাবাজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও থানা থাকে নীরব দর্শক। পুলিশ প্রশাসনের এই উদাসীনতার প্রতিবাদে ২০,২১ ও ২২ জুলাই দুই জেলার সমস্ত কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে এবং ২৩ জুলাই সমস্ত থানায় বিক্ষোভ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এরপর ২৬ জুলাই তমলুক, কাঁথি, এগরা, মেদিনীপুর শহর সহ দুই জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধ করে। পুলিশ বিভিন্ন স্থানে লাঠিচার্জ করে; এই লাঠিচার্জে ডি এস ও'র তিনজন কর্মী গুরুতর আহত হয়। এস এফ আই ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যেসব হামলাকারীর বিরুদ্ধে থানায় এফ আই আর করা আছে, তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে পূর্ব মেদিনীপুরের এস পি প্রতিশ্রুতি দিলে তমলুকের পথ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

৬ই আগস্ট হিরোসিমা দিবসে মিছিল

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোসিমা শহরে মার্কিন শাসকরা আনবিক বোমা ফেলে গণহত্যা ঘটায়। তারপর থেকে প্রতি বছর এই দিনটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবস হিসাবে সারা বিশ্বে পালিত হয়। এদিন কলকাতায় অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের আহ্বানে একটি বিক্ষোভ মিছিল মার্কিন কনসুলেটের সামনে যায়। পুলিশ মিছিল আটকালে সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন ফোরামের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক এবং বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল। ছবিতে অধ্যাপক সান্যালকে আনবিক বোমার কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করতে দেখা যাচ্ছে।

হুকাহারানিয়া নদী বাঁধ

সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ

গণআন্দোলন তীব্রতর করার ডাক

সুন্দরবন এলাকার কুলতলির জীবন্ত নদী হুকাহারানিয়াকে বেঁধে অসংখ্য দরিদ্র সাধারণ মানুষ ও মৎস্যজীবীদের সহজ নৌ-পরিবহণ পথ বন্ধ করা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করার সরকারি আয়োজনের বিরুদ্ধে এলাকার বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের নেতৃত্বে এস ইউ সি আই এক ব্যাপক ও শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে। দক্ষিণ সুন্দরবন মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়ন গণ-আন্দোলনের পরিপূরক আইনি লড়াইও শুরু করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আনীত এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট রায় দেয় মামলা চলাকালে সরকার তার কাজ চালু রাখতে পারবে। হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়ন সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে। ৮ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ হাইকোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে সবরকম নির্মাণকার্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ৮ আগস্ট কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানিয়ে কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ও মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার বলেন, আইনি লড়াই যেমন চলার চলবে, তবে এলাকার মানুষের আন্দোলন তীব্রতর করা হবে।

হুগলীতে শ্রমিক সম্মেলন

পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন শ্রমিকশ্রেণীর উপর যে সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন তীব্রতর করতে তৃণমূল স্তর থেকে প্রস্তুতি গড়ে তুলছে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী। আগামী ডিসেম্বরে রাজ্য সম্মেলন সফল করতে শুরু হয়ে গেছে ফ্যাক্টরি লেভেলে কমিটি গঠন। গত ২৫ জুলাই ডানকুনি অঞ্চলে কয়েকশত শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শ্রমিকনেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। সম্মেলনে কমরেডস্‌ নকুল দাস ও লক্ষিন্দার মল্লিককে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১৫ জনের ডানকুনি আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। অনুরূপভাবে কমরেডস্‌ মিলন রক্ষিত ও গোবিন্দ রায়কে যুগ্ম আহ্বায়ক করে চন্দননগর-ভদ্রেশ্বর আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। এই সম্মেলন পরিচালনা করেন ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর রাজ্য সভাপতি কমরেডস্‌ সনৎ দত্ত ও রাজ্য সহসম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। শ্রীরামপুর-রিষড়া আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৭ জুলাই। চটকল, গ্লাস ফ্যাক্টরি, জয়শ্রী কটন মিল সহ কেবলস্‌ ফ্যাক্টরির শ্রমিক প্রতিনিধিরা মালিকি আক্রমণ, সিপিআইএমের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ভূমিকা এবং পুলিশি আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন। প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও ওয়েলিংটন জুট মিলে বিপুল ভোটে ট্রাস্টি বোর্ডে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর দু'জন প্রতিনিধির জয় তাৎপর্যপূর্ণ বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। শ্রীরামপুর-রিষড়া আঞ্চলিক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন কমরেডস্‌ সাবুদ নাজির ও রাধেশ্যাম গৌতম। সঞ্চালক কমরেড সনৎ দত্ত শোষণমুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক মহান নেতা বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আত্মস্থ করে শ্রমিক আন্দোলনে গতি সঞ্চার করার আহ্বান জানান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in